প্রেস বিজ্ঞপ্তি

পাহাড় কর্তনের মাধ্যমে যাতে করে জীববৈচিত্র্য ধ্বংস, Top Soil এবং ভূমির Binding Capacity নষ্টসহ পরিবেশ ও প্রতিবেশের অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করার দায়ে একটি প্রকল্পকে **১০,৩৮,২৯,৫৫৩/-(দশ কোটি আটত্রিশ লক্ষ উনত্রিশ হাজার পাঁচশত তিপ্পান্ন)** টাকা ক্ষতিপূরণ ধার্য করেছে পরিবেশ অধিদপ্তরের মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট উইং

পরিবেশ দূষণবিরোধী অভিযান ও পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে আজ ২৯/০১/২০২০ তারিখ পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর, ঢাকার মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট শাখায় এর পরিচালক জনাব রুবিনা ফেরদৌসী এর কার্যালয়ে শুনানী অনুষ্ঠিত হয়। শুনানীক্রমে Link Road from Dhaka Trunk Road to Baizid Bostami Road Incloding Loop Road at the Periphery of AUW, (Asian University of Woman) শীর্ষক প্রকল্পকে পাহাড় কর্তনের মাধ্যমে পাহাড়ের জীববৈচিত্র্য ধ্বংস, Top Soil এবং ভূমির Binding Capacity নষ্টসহ পরিবেশ ও প্রতিবেশের অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করার দায়ে **১০,৩৮,২৯,৫৫৩/-(দশ কোটি আটত্রিশ লক্ষ উনত্রিশ হাজার পাঁচশত তিপ্পান্ন)** টাকা ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হয় ।

ক্ষতিপূরণ ধার্যের সারসংক্ষেপ নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন ইউনিভার্সিটি এর বহি: সীমানা দিয়ে লুপ রোড নির্মাণসহ ঢাকা ট্রাংক রোড হতে বায়েজিদ বোস্তামী পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্পটির নির্মাণাধীন সড়কের দৈর্ঘ্য ৫.৯৬০ কিলোমিটার যার মধ্যে ১৮ টি পাহাড় রয়েছে। সর্বমোট ২.৬৬ কিলোমিটার জায়গার পাহাড়ী ভূমি কর্তণের প্রয়োজন ছিল। বায়েজিদ বোস্তামী রোড হতে ঢাকা ট্রাংকরোড পর্যন্ত লিংক রোড নির্মাণের লক্ষ্যে ৩৩৮১.১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৯৯৯ সালে একনেক কর্তৃক বর্ণিত প্রকল্পের পূর্বে অন্য একটি প্রকল্প অনুমোদিত হয়। উক্ত প্রকল্পের অধীনে বায়েজিদ বোস্তামী প্রান্ত হতে ০২ কিঃমিঃ পর্যন্ত ২-লেনের রাস্তার নিমার্ণ কাজ করা হয়। এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন কে সরকার কর্তৃক ১০৪.৪০ একর জমি প্রদাণ করার কারণে সেই সময় প্রকল্পটি আর সমাপ্ত করা সম্ভব হয়নি। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়টিকে সিডিএ কর্তৃক নির্মিত ৪০০০ ফুট দীর্ঘ ১২০ ফুট প্রশস্ত রাস্তা (১১ একর) গত ২২.০৯.২০১০ তারিখ হস্তান্তর করা হয়। পরবর্তীতে এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেনকে আরো ২৬.৯৭ একর ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণপূর্বক বরাদ্দ দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২০১৩ হতে ডিসেম্বর ২০১৮ মেয়াদে বাস্তাবায়নের জন্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটি ২২/১২/২০১৬ তারিক একনেক সভায় অনুমোদিত হয়।

প্রকল্প পরিচালক ২৭/০৪/২০১৬ খ্রি: তারিখ পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করেন। ০৩/১১/২০১৬ খ্রি: তারিখ ইআইএ এর কাযপরিধি অনুমোদন করা হয়। ০৫ মার্চ ২০১৭ তারিখ প্রকল্পটির ইআইএ অনুমোদনের জন্য সদর দপ্তরে প্রেরণ করা হলে সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্পের আওতাভূক্ত পাহাড়/টিলা ও সমতলভূমির পরিমাণ, পাহাড় ও টিলা কর্তণ ও/বা মোচন করার বিষয়টি জাতীয় অপরিহায বিবেচনায় সরকারের অনুমোদনপত্র, প্রকল্প এলাকার Countour Map সহ পাহাড়/ টিলা কর্তণ ও/মোচনের পরিমান, পাহাড়/টিলা থেকে কি পরিমাণ মাটি সংগ্রহ করা হবে ও সংগৃহিত মাটি ব্যবস্থাপনার উপর Hill Cutting Management Plan সহ সংশোধিত ইআইএ দাখিলের নির্দেশনা প্রদাণ করা হয়।

প্রকল্প বাস্তাবায়নকালে বিভিন্ন মৌজার দাগ নং- ৩৫৭, ৩৫৮ ও ৩৫৯ এর কিছু কিছু অংশে পূর্বে পাহাড় কর্তণ করা হয়েছিল। প্রকল্প পরিচালকের ভাষ্যমতে দ্রুত প্রকল্প বাস্তাবায়নের স্বার্থে প্রকল্পের যন্ত্রপাতি এবং নিমার্ণসামগ্রী রাখার জন্য পাহাড় কর্তণ করা হয়। এ প্রেক্ষিতে ০৪ মে, ২০১৭ তারিখ প্রকল্প পরিচালককে নোটিশ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে সরকার কর্তৃক অনুমোদন দাখিল করার জন্য বারবার সময় নিয়েও অনুমোদন দাখিল করতে না পারায় সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত পাহাড় কর্তণের দায়ে ন্যূনতম হারে আনুমানিক ১০০০ ফুট লম্বা ও ২০ ফুট চওড়া পরিমাণ পাহাড় কর্তণের দায়ে গত ০৫/১১/২০১৭ তারিখ ১০ লক্ষ ক্ষতিপূরণ দণ্ড প্রদান করা হয়েছিল । প্রকল্প কর্তৃপক্ষ ধার্যকৃত টাকা পরিশোধ করেন। পরিচালক (প্রাঃ সঃ ব্যঃ) এর টেলিফোনিক নির্দেশক্রমে ২৭/১১/২০১৭ তারিখ প্রকল্পের সরেজমিন পরিদর্শন প্রতিবেদন, বাস্তাবায়নাধীন প্রকল্পের স্কেচ ম্যাপ ও ভিডিও চিত্র এবং ১৯৯৫ সালের মাস্টার প্ল্যান এর কপি মহাপরিচালক মহোদয় বরাবর প্রেরণ করে।

অপরিহার্য জাতীয় স্বার্থ বিবেচনায় পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৩/০৫/২০১৮ খ্রি: তারিখ নিম্নলিখিত শর্তে রাস্তার এলাইনমেন্ট বরাবর অবস্থিত পাহাড়/টিলা লেভেল ড্রেসিং/কর্তণের জন্য নিম্নলিখিত শর্তে অনুমোদন প্রদান করা হয়:

ক) পাহাড়/টিলা লেভেল ড্রেসিং ও কর্তনের কারণে ঢালের স্থায়িত্বের জন্য ঢালকে ১:২ অনুপাত রাখা, পাহাড়ের ঢালে জিওজুট ও ঘাস লাগানোসহ রিটেইনিং ওয়াল নিমার্ণ করা, পাহাড় ড্রেসিংসহ সড়কটির নির্মাণ কাজ করা হলে পরিবেশের উপর কোন নেতিবাচক প্রভাব না পড়ার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

খ) আঠারটি পাহাড়ের অবস্থান সুরক্ষা ও পাহাড় ধ্বংস প্রতিরোধের জন্য যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং ঢাল (slope) প্রতিরক্ষার জন্য যথাযথ মিটিগেশন মেজার্সগ্রহণ নিশ্চিতপূর্বক পাহাড়/টিলা ড্রেসিং করতে হবে। এ লক্ষ্যে পাহাড় কর্তণে সরকারের অনুমতি লাভের পর উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান পর্যালোচনা ও অনুমোদনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরে Hill Cutting Management Plan দাখিল করবে।

গত ৩০/০১/২০১৯ খ্রি: তারিখে এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চট্টগ্রম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বরাবর একটি অভিযোগ দাখিল করা হয়। অভিযোগ উল্লেখ করা হয় যে উত্তর পাহাড়তলী মৌজার বি এস দাগ নং ২০০ (অংশ), ৩০১ (অংশ) এবং ৩০২

(অংশ) এর উত্তর সীমানায় ৯০ ডিগ্রী সমকোণে ১০০ ফুট উচ্চতার পাহাড় অনিরাপদভাবে কর্তণ করা হচ্ছে। উক্ত সীমানার সন্নিকটে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী ছাত্রীদের আবাসিক ভবন নির্মাণের জন্য সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত আছে। এ প্রেক্ষিতে প্রকল্প পরিচালক পত্র মারফত জানান যে দাগ নং ২০০ (অংশ). ৩০১ (অংশ) ও ৩০২ (অংশ) এর উত্তর সীমানা দিয়ে এলাইমেন্টের অংশটুকু সম্পূর্ণ বুঝিয়ে দেয়ার পর পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের শর্তানুসারে ঢালের স্থায়িত্ব ১:২ অনুসারে রাখা, পাহাড়ের ঢালে ঘাস ও জিওজুট লাগানসাহ পাহাড়ের প্রোটেকশনসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে। এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন এর অভিযোগের প্রেক্ষিতে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ঘটনাস্থল সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সহকারী প্রকৌশলী জনাব আশরাফুল আলম জানান যে রাস্তার প্রাথমিক কাজ শেষ হবার পর পাহাড়ের ঢাল ১:২ বজায় রাখার কাজ শুরু হবে। পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে পাহাড়ের ঢাল ১:২ বাজায় রাখার জন্য আরও যে অংশ পর্যন্ত পাহাড় কর্তণ করা হবে, তাতে এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন এর ছাত্রী হোস্টেলের জন্য নির্ধারিত স্থানে তা নির্মাণ করা অসম্ভব । এ বিষয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত ভূমি বিনিময় চুক্তি অনুযায়ী সমঝোতা করা যুক্তিযুক্ত হবে।

গত ১২/০৫/২০১৯ তারিখ সদর দপ্তর কর্তৃক প্রকল্পটির ইআইএ অনুমোদনসহ প্রকল্পের অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হয়। দাখিলকৃত Hill Cutting Management Plan অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রায় ২৫০০০০ ঘনফুট পাহাড় কর্তণের প্রয়োজন হবে এবং কর্তণকৃত মাটি উক্ত প্রকল্পের রাস্তা নির্মাণে ব্যবহৃত হবে। পাহাড়/টিলা লেভেল ড্রেসিং ও কর্তনের কারণে ঢালের স্থায়িতের জন্য ঢালকে ১:২ অনুপাতে রাখা, পাহাড়ের ঢালে জিওজুট ও ঘাস লাগানো, রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ করাসহ অন্যান্য মিটিগেশন মেজার্স গ্রহণ করা হবে।

গত ২৫/০১/২০২০ তারখি পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্পটি সরেজমিন পরিদর্শনকেলে দেখা যায় যে অনুমোদিত ২৫০০০০ ঘনফুটের পরিবর্তে ১০২৮৭০০ ঘনফুট পাহাড় কর্তন রা হয়েছে। দাখিলকৃত Hill Cutting Management Plan.

অনুযায়ী পাহাড়ের ঢাল ১:২ অর্থাৎ ২৬.৬ ডিগ্রী কোণে পাহাড় কর্তণের বাধ্যবাধকতা থাকলেও অধিকাংশ পাহাড় ৯০ ডিগ্রী কোণে খাড়াখাড়িভাবে কর্তণ করা হয়েছে। কর্তিত পাহাড়গুলো মূলতঃ বালুমাটিরপ্রধান বিধায় কর্তিত অংশসমূহ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণভাবে দাঁড়িয়ে আছে; বেশকিছু পাহাড়ে ইতোমধ্যে ধ্বংস/ফাটল দেখা গিয়েছে। রাস্তার নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। Cutting Management Plan অনুযায়ী পাহাড়ের ঢাল সুরক্ষার্থে কোনরূপ ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হয় নি। Hill Cutting Management Plan অনুযায়ী পাহাড়ের ঢাল ১:২ বজায় রাখার জন্য আরো জমি অধিগ্রহণ করা প্রয়োজন মর্মে প্রতীয়মান। বর্তমান অবস্থায় রাস্তা চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হলে পাহাড় ধ্বসে ব্যাপক জানমালের ক্ষতিসাধনের আশংকা রয়েছে। এছাড়া ছাড়পত্রের শর্তানুসারে প্রতি তিন মাস অন্তর Environnment Monitoring Plan দাখিলের বাধ্যবাধকতা থাকলেও তা মানা হয় নি।

তারিখঃ ২৯/০১/২০২০ খ্রিঃ।

স্বাক্ষরিত/-

(ড. আব্দুল্লাহ আল মামুন)
উপপরিচালক (মনিঃ এন্ড এনফোঃ)
পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর, ঢাকা।
মোবাইল নম্বরঃ ০১৭১৪-৪৮৯৪৫৪।